জিরাণ্ডিনদের পতন ঘটল এবং উগ্রপন্থী জেকোবিনরা ক্ষমতা দখল করল। উচ্চ বুর্জোয়াদের ক্ষমতার বিনাশ হল এবং 'সাঁকুলেৎ' বা সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতার পাদপ্রদীপে উঠে এল।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ সন্ত্রাসের রাজত্ব (The Reign of Terror) ঃ

■ **কারণ ঃ** ২রা জুন, ১৭৯৩ থেকে ২৭শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ—এই তেরো মাস ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ, ঘটনাবহুল ও ভয়াবহ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই কালপর্বে ফ্রান্সের ইতিহাসে যে ধরনের আত্মঘাতী ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটে, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। এই হিংসাত্মক ঘটনার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নানা কথা বলেছেন।

ঐতিহাসিকদের মতামত

(১) *তেইন* (Taine) বলেন যে, বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরিবর্তে কিছু উগ্র, অসাধু ও ক্ষমতালোভী মানুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তারাই গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র-বিধ্বংসী সন্ত্রাসমূলক কাজে অবতীর্ণ হয়। (২) *ওলার* (Aulard)-এর মতে, বৈদেশিক যুদ্ধই সন্ত্রাসের শাসন নিয়ে আসে। শত্রু-বেষ্টিত ফ্রান্সের জন্য আত্মরক্ষার অন্য কোনও বিকল্প পথ খোলা ছিল না। তাঁর মতে, দেশ ও বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য এমন কঠোর ও হৃদয়হীন শাসন অপরিহার্য ছিল। (৩) *জোরেস* (Jaures), *মাতিয়ে* (Mathiez) প্রমুখের মতে, কেবলমাত্র যুদ্ধজয় নয়—সমাজ-বিপ্লব প্রতিষ্ঠা এবং সাঁকুলেৎদের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য জেকোবিন দল সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। (৪) *অধ্যাপক সবুল* (Soboul) বলেন যে, সাঁকুলেৎদের প্রবল চাপের মুখে পড়েই জেকোবিন দল সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। (৫) *অধ্যাপক ডেভিড টমসন* (David Thomson)-এর মতে, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন এবং বৈদেশিক আক্রমণ একত্রে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছিল না—এ জন্যই সন্ত্রাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (৬) *সিডেনহাম* (Sydeinham) সন্ত্রাসকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন যে, দেশরক্ষার প্রয়োজন সন্ত্রাসের মৌলিক বা একমাত্র কারণ নয়। বাস্তিলের পতনের পর থেকে ফ্রান্সে যে হিংসার পরিবেশ গড়ে ওঠে সন্ত্রাস তারই সন্তান।

ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের (২১শে জানুয়ারি, ১৭৯৩ খ্রিঃ) ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড,

বৈদেশিক আক্রমণ

অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, সার্ডিনিয়া ও নেপলস্ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে *প্রথম শক্তিজোট* গঠন করে এবং দ্রুত ফ্রান্স অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ফরাসি বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। ফরাসি সেনাপতি দ্যুমুরিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে অস্ট্রিয়ার

Scanned with CamScanner

পক্ষে যোগদান করেন। শত্রু বাহিনী ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমানা অতিক্রম করে দ্রুত প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হয়। এর ফলে নবগঠিত ফরাসি প্রজাতন্ত্র ও জাতির নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও তখন চলছে চরম অরাজকতা ও প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন। চরম খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘতা ও অভাব এবং খাদ্যের সন্ধানে প্যারিসে বহিরাগতদের ভিড় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জনসাধারণের এক বৃহদংশ তখন প্রকাশ্যে প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে, সরকারি আইনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং কর প্রদানে ও সেনাদলে যোগদানে অসম্মত হয়। বিদেশি গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে যায়। ফ্রান্স তখন মজুতদার, কালোবাজারি ও ফাটকাবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। রাজতন্ত্রের সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। *লা-ভেণ্ডি, ব্রিতানি, লায়নস্‌, তুলোঁ, বোর্দ, মার্সেই* প্রভৃতি স্থান ছিল রাজতন্ত্রীদের প্রধান ঘাঁটি। ফ্রান্সের ৮৩টি প্রদেশ (ডিপার্টমেন্ট)-এর মধ্যে ৬০টি প্রদেশেই বিদ্রোহ শুরু হয়। লা ভেণ্ডি-র বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে ক্ষুব্ধ যাজকরাও (ধর্মযাজকদের সংবিধানের জন্য) যোগ দেন। জাতীয় জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির স্বার্থে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সে এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন—যা সম্ভব একমাত্র ভীতি-প্রদর্শন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে। ন্যাশনাল কনভেনশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, জরুরি পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের সরকার হবে বিপ্লবী এবং যতদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, সন্ত্রাসই হচ্ছে দ্রুত ও বলিষ্ঠ ন্যায়বিচারের পথ।[১] বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ প্রবর্তিত এই শাসনব্যবস্থা *'সন্ত্রাসের শাসন'* নামে পরিচিত। মোটামুটিভাবে এর স্থায়িত্বকাল ছিল ২রা জুন, ১৭৯৩ থেকে ২৭শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

■ **সন্ত্রাসের বিভিন্ন সংগঠন :** *অধ্যাপক ডেভিড টমসন*-এর মতে, সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল তিনটি—জেকোবিন ক্লাব, কমিউন এবং কনভেনশনের বিভিন্ন কমিটি। (১) জেকোবিন ...